

## সন্ধি

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি দুটো শব্দের বা শব্দের অংশের দুটো কাছাকাছি ধ্বনি সহজে উচ্চারিত হওয়ার ফলে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয়। পাশাপাশি ধ্বনির এরূপ মিলনকে সন্ধি বলে। এটি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়। সন্ধির প্রধান সুবিধা হলো উচ্চারণের সুবিধা।

### সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কী?

পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনির এক ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার নাম সন্ধি। আর সমাস বহুপদ একপদে পরিণত হওয়া বোঝায়। ফলে সন্ধিতে ধ্বনির সংকোচন ঘটে, সমাসে পুরো বাক্যের সংকোচন ঘটে।

দ্রুত উচ্চারণের সময় পাশাপাশি দু বা ততোধিক ধ্বনির মধ্যে আংশিক বা পূর্ণরূপে মিলন বা পরিবর্তন সাধিত হয়। এই মিল বা পরিবর্তন কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন—

ক. ধ্বনির মিল বা রূপান্তরের মাধ্যমে: রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র। এখানে ই + ই = ঈ প্রয়োগ ঘটেছে।

খ. ধ্বনি লোপের মাধ্যমে: সিংহ + আসন = সিংহাসন। অ + আ = অ। অ লোপ হয়েছে এবং আ ধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে যুক্ত হয়েছে।

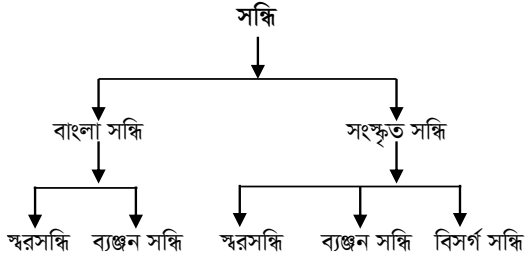
গ. ধ্বনি বিকৃতি বা বদল বা পরিবর্তনের মাধ্যমে: ধ্বনি বিকৃতি বা বদল তিন প্রকার হয়। যেমন—

১. পূর্ব ধ্বনির বিকৃতি বা বদল : মৃৎ + ময় = মৃন্ময়। পূর্বপদের ৎ বিকৃত হয়ে ন হয়েছে।

২. পরধ্বনির বিকৃতি বা বদল : সম্রাট + নী = সম্রাজ্ঞী। পরধ্বনির ন রূপান্তরিত হয়ে ঞ হয়েছে।

৩. উভয় ধ্বনির বিকৃতি বা বদল : উৎ + হার = উদ্ধার। এখানে পূর্ব ধ্বনি ৎ রূপান্তরিত হয়ে দ হয়েছে; পরধ্বনি হ রূপান্তরিত হয়ে ধ হয়েছে এবং দুয়ে মিলে দ্ব যুক্ত ব্যঞ্জন হয়েছে।

### সন্ধির প্রকারভেদ



#### গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধি

শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা

কাঁচকলা = কাঁচা + কলা

শীতাত্ত = শীত + ঋত

রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র

পরীক্ষা = পরি + ইক্ষা

ইত্যাদি = ইতি + আদি

উত্তমর্গ = উত্তম + ঋণ

মস্যাধার = মসী + আধার

যথার্থ = যথা + অর্থ

লঘূর্মি = লঘু + উর্মি

রত্নাকর = রত্ন + আকর

উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত

#### গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনসন্ধি

বাগধারা = বাক্ + ধারা

কুঞ্জটিকা = কুৎ + ঝটিকা

উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস

ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু

যজ্ঞ = যজ্ + ন

ষষ্ঠ = ষষ্ + থ

বিচ্ছেদ = বি + ছেদ

প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম + বদা  
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র  
পদ্ধতি = পৎ + হতি  
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ + পিপাসা  
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গসন্ধি  
মনোহর = মনঃ + হর  
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ  
নীরব = নিঃ + রব  
নীরস = নিঃ + রস  
অহরহ = অহঃ + রহ  
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ  
পুরস্কার = পুরঃ + কার

সন্ধি থেকে যা যা বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি মনে রাখার কৌশল—

স্বৈর রাজা গবেন্দ্র, তাঁর দুই মন্ত্রী গবেশ্বর ও শুদ্ধোধন সহ অক্ষৌহিণী ও অন্যান্য সৈন্যাদের নিয়ে প্রতিদিন সকালে গবাক্ষ পথে মার্তণ্ড দেখতে গিয়ে দেখলেন শারঙ্গ হাতে এক প্রৌঢ় কুলটা নারী যার সীমন্ত ছিল রক্তোষ্ঠ।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি মনে রাখার কৌশল—

পতঞ্জলি ও মনীষা পরস্পর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকায় তারা সেই তরুরকে চিনে ফেলে যারা বৃহস্পতিবারে ষোড়শ কিংবা একাদশজন মিলে দ্যুলোকের গোম্পদ ও বনস্পতি ধ্বংস করেছিল।

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি মনে রাখার কৌশল—

বাচস্পতি বাবুর আম্পদ হরিশ্চন্দ্র অহরহ শিরঃপীড়ায় ভোগেন তাই প্রাতঃকালে তিনি ভাস্কর দেখতে পান না বলে অহর্নিশ মনঃকষ্টে থাকেন।